ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৬৬২
আগরতলা, ৭ নভেম্বর, ২০২৫

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের হাত ধরে নতুন জীবন পেল এক শিশু

খোয়াই জেলার সিপাইহাওর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার অন্তর্গত তেঁতুলটিলা গ্রামের এক নবজাতক জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল।২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের খোয়াই জেলা হাসপাতালের ডেলিভারি পয়েন্টে শিশুটির জন্ম হয়। জন্মের পর উপস্থিত ‘রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরীক্ষা করেন এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যাটি আঁচ করেন। সেদিনই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মণিপুরের শিজা হাসপাতাল এর উদ্যোগে একটি বিশেষ হৃদরোগ শনাক্তকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে শিশুটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে গুরুতর জন্মগত হৃদরোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসকগণ শিশুটির পরিবারকে জানান শিশুটি জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত এর উপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক পর্যালোচনার পর চিকিৎসকগণ শিশুটির পরিবারকে অস্ত্রোপচার করানোর পরামর্শ দেন।কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিশুটির মাবাবা - দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তখন খোয়াই জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম টিম তাদের আশ্বাস দেন যে, এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্প বহন করবে।এরপর ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃসিএ.সমাথুকুমারন এবং তাঁর অভিজ্ঞ দল শিশুটির জটিল . হৃদরোগের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি কয়েকদিন অক্টোবর ৩ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিল। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে, ২০২৫ শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরবর্তী তিন মাস নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরামর্শ দেন।২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর, খোয়াই জেলা হাসপাতালের ‘রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম টিমের চিকিৎসক ডাঃ রাইমা দেববর্মা, ডাঃ পরেশ দেববর্মা এবং ফার্মাসিস্ট বিশ্বজিৎ বর্মন শিশুটির বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁরা জানান, শিশুটি আগের তুলনায় অনেক ভালো এবং এখন সম্পূর্ণ সুস্থতার পথে।রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম আজ সেই আশার আলো, যা ত্রিপুরার প্রতিটি শিশুর মুখে ফুটিয়ে তুলছে নতুন হাসি।সরকারি এই উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সন্তানকে সুস্থভাবে ফিরে পাওয়ায় শিশুটির মা বাবা-‘রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম দলের চিকিৎসক সকল স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

****